হৃদয় জানালা

মানব জীবনের মূল কথাটাই হচ্ছে ভালোবাসা। নানা অভিব্যক্তিতে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে থাকে। নিরন্তর ভালোবাসতে পারাটাই যেনো বেঁচে থাকার সোপান। চাই না বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর। আপনার অনেক অব্যক্ত কথা হৃদয় জানালার পাতায় লিখুন। খুলে দিন অবরুদ্ধ কষ্টের দুয়ার। ভালোবাসার মানুষটিকে গভীরভাবে কাছের করে নিন...

অনুভূতির স্পর্শ

মানুষের সুখের অনুভূতির চেয়ে দুঃখের অনুভূতিগুলো অত্যন্ত গভীর এবং কঠিন। হয়ত এ জন্যই মানুষ সুখের দিনগুলোর কথা সহজে ভুলতে পারলেও দুঃখের দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না। গত বছর ১১ মে হৃদয় জানালা বিভাগে 'স্বপ্ন যখন সত্যি নয়' শিরোনামে আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি পড়ে বহুসংখ্যক বন্ধু চিঠি লিখে, ফোন করে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কেউ আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছেন, কেউ নিজের সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, কেউবা আমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আবার কিছু মেয়ে আমাকে ইয়ে... করতে প্রস্তাব দিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে এমন একটি কঠিন প্রস্তাব মানুষ কি করে এতো ন্যারোভাবে প্রকাশ করে। দুঃখিত তাদের জন্য যাদের এ অদ্ভুত প্রস্তাবে সাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি। অবাক করা এক চিঠি পেয়েছি ঢাকার সোনিয়ার কাছ থেকে। ঠিকানাবিহীন চিঠিতে সোনিয়া তার নিজের দুঃখের কথা জানিয়ে লিখেছে, 'দোয়া করি যেন তার মৃত্যু হয়।' এছাড়াও বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশে চিঠি এসেছে প্রচুর। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি। একজন ভালো বন্ধুর সঙ্গে নিজের সুখ দুঃখের অনুভূতিগুলো শেয়ার করা যায়। তার সংস্পর্শ জীবনকে সুন্দর পরিপূর্ণ করে তোলে। জানিনা কেন ভালো মানুষগুলো হারিয়ে যায়, কেন একজন ভালো বন্ধুর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সত্যি কথা হলো ব্যক্তিগত কারণে কেউ দূরে সরে গেলে তাকে কাছে টানার উপায় নেই। যদি কখনও মনে পড়ে লিখবেন। যথাসাধ্য সাড়া দেবার চেষ্টা করবো।

আসিফ
জিপিচ-৩৬/১, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

তোমায় আজও ভালোবাসি

নৃত্যের তালে তালে জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দিলাম। তুমি পাশে ছিলে বলে, বুঝতে পারিনি কখন যে নিজের অজান্তে এতো বড় হয়েছি। তোমার কি মনে পড়ে, চুলের বেণী করতে পারতে না বলে নিজের সঙ্গে নিজে বেশ রাগ করতে। শরীরে ওড়না জড়ানো ছিল না বলে তোমাকে দেখে আমি নিঃশব্দে হাসতাম। আমার হাসি দেখে তুমি আড়ি পেতে বসে থাকতে। একদিন না যেতেই তুমি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে। তোমার কান্না আমার কাছে খুব ভালো লাগতো। তাই বিনা কারণে তোমাকে শুধু কাঁদাতাম। আমার ভাঁজ করা চুল তুমি এলোমেলো করে দিতে। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলতাম। বোবা চোখে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু তোমার আরোগ্যের প্রার্থনা করতাম। তুমি সেরে উঠলে আবার কাঁদাতাম আগের মতো করে। মনে পড়ে পুতুলের বিয়ে দিয়ে কেঁদেছিলাম দু'জন। পুকুরের পাড়ে বসে গল্প করতাম আর ঢিল ছুঁড়তাম। কিন্তু আজ। আজ অনেক বড় হয়েছ তুমি। দীঘির জলে ঢিল মারা ভুলে গিয়ে অথৈ সাগরে নৃত্য করতে শিখেছ। পুরনো স্মৃতিগুলো আজ আর তোমার মনে নেই। ছোট্ট বেলার পুতুল খেলা আজ তোমার কাছে ফেলনা। কিন্তু এই আমাকে দেখ তোমার স্মৃতিগুলো নিয়েই বেঁচে থাকব। কেননা আমার মনে তুমি আজও বসবাস করছ।

গোলাম ছারওয়ার, ১৬ নং নারিন্দা রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

শুধু ভালোবাসা চাই...

বাবা-মা উচ্চপদে সরকারি চাকরি করতেন। বলা চলে, একান্ত একাকীত্বে মানুষ হয়েছি। ঘুরেছি দেশের অনেক জায়গায়, থেকেছি সরকারি বাসভবনে। বহু-চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কলেজ গন্ডি ত্যাগ করে, সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। বাবা-মা এক প্রকার নিশ্চিন্তভাবে আমার বোঝার দায়-ভারটা কারও ঘাড়ে চাপিয়ে আরও নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু, একটিবারও আমার মত তারা জানতে চাইলেন না। আমি তো অমত নই, কিন্তু আমার ব্যক্তি ইচ্ছা-অনিচ্ছার কী কোনোই মর্যাদা নেই! কে শোনে আমার কষ্টের ধ্বনি! অবশেষে, এসে জুটলেন একজন শিক্ষিত ধনাঢ্য প্রবাসী। কত স্বপ্নের কথা, আশ্বাসের কথা তিনি শোনালেন। আমি নীরব থেকেছি। খুব দ্রুতই বিয়ে করতে চান তিনি আমাকে, কারণ আমাকে তার ভালো লেগেছে। কিন্তু আমার... তা জানতে কেউ এলো না। ছেলের হাতে সময় কম, চলে যাবার আগে হঠাৎ বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তাই কোনো রকম বাছ-বিচারের অবকাশ ছিল না। অবশেষে সেই বিশেষ দিন এল আমার জীবনে। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে হওয়ায়, মহাধুমধামে বিয়ে হল। পাত্রকে চেনার আগে, জানার আগে, শ্বশুরবাড়ি বোঝার আগে তিনি চলে গেলেন। বলে গেলেন ৬ মাসের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সব সত্যের জট খুলতে লাগল। তিনি যে সব পরিচয় আত্মগোপন রেখে বিয়ে করেছিলেন সব ফাঁস হয়ে যেতে লাগল। বাবা নীরব হয়ে গেলেন, মা কাঁদলেন, আর আমি কলঙ্কময় জীবনের ভারে গৃহকোণে মানসিকভাবে বন্দী হয়ে গেলাম। প্রবাসী স্বামী আমার, তিনিও লাপাত্তা। এভাবে আর কতদিন...! ডিভোর্স।

আমি কি বিহঙ্গের মতো কোনোদিনও মুক্ত মনে জীবনটাকে ফিরে পাব না? এ কেমন সমাজ! কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রতিনিয়ত। হে প্রবাসী পুরুষ! তুমি পুরুষত্বের উন্মাদনার লোভে আমাকে গ্রাস করেছিলে। সেই গ্রাসে আজ আমি নিরূপায়, কলঙ্কময় জীবনের ইতিহাস। আমি মৃত্যুর কাছে হার মানতে চাই না। পৃথিবীর বুকে আমি নতুন করে জন্ম নিতে চাই। হাজারো স্বপ্নের বীজ বুনতে চাই। আজ আমার চারপাশে অর্থ, বিত্ত, বাবা-মায়ের ভালোবাসা সব আছে। শুধু নেই এক বিন্দু মানসিক শান্তি। কোনো সহৃদয় প্রবাসী বা দেশী বন্ধু আছেন যে কেবলই আমার মনে শান্তি এনে দেবে। আমি মানসিক শান্তি চাইব, শুধুই শান্তি– অন্য কিছু নয়।

ইভা
অনার্স ১ম বর্ষ, সাহিত্য বিভাগ
বই বিতান
খুলনা সরকারী মহিলা কলেজ মোড়
বয়রা, খুলনা-৯০০০

চিরকূট

সেই তুমি

'উচ্চারণ করেছি ভালোবাসি'— এই লেখাটি সাপ্তাহিক ২০০০-এ পড়লাম। পড়ার পর আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে আপনার সেই 'আজ অসম্ভব ভালোলাগা সন্ধ্যা দিন' কোনদিন? জানাতে ইচ্ছে করছে এ কারণে, মানুষের কথা, ব্যথা, আনন্দ, ভালোলাগা, ঘটনা ও বাস্তবতার সঙ্গে এতো মিল থাকে কি করে? আপনি স্টুডেন্ট হলে কোথায় পড়ালেখা করেন, জানালে খুব খুশি হবো।

আশা, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিঃসঙ্গ আমি

রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। আমি একাকী বসে আছি। ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজছে আদনান সামীর 'কাভী তো নজর মিলাও' গানটি। ভাবছি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। বন্ধুরা সবাই বুঝি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আর তাই ভালো একজন বন্ধু পাবার প্রত্যাশায় লিখছি। আমার পরিচয় বয়স-২৯, অবিবাহিত, চাকরিজীবী। বন্ধু হতে লিখুন।

আশরাফ, অফিসার্স ব্যাচেলর কোয়াটার
পোস্ট : রামপাল, জেলা : বাগেরহাট

অপেক্ষায় আছি

গভীর রাত হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। চোখ না মেলেই চটপট সারা রাত কল্পনার নদীটা সাঁতরিয়ে পার হলাম। কিন্তু কেউ নেই। আপন হয়ে কেউ ধরা দেয় না। অষ্টাদশীর আহ্বানে সাড়া দেবেন কি?

তাছলিমা চৌধুরী
প্রযত্নে : আ. হাই চৌধুরী, সাতবাড়িয়া
চৌ. বাড়ি, গুণবতী, কুমিল্লা-৩৫৮৩

সেতু বন্ধন

সমাজের এই অস্থির সময়ে ভালো বন্ধু পাওয়াটা বড়ো ভাগ্যের ব্যাপার। তবুও হৃদয়ে বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বেলে প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর দ্বারস্থ হলাম আলোকিত বন্ধু পাবার প্রত্যাশায়। যে যেখানেই থাকো না কেন মুক্ত মন নিয়ে লিখতে পারো আমাকে, পত্র লেখার মাধ্যমে তৈরি হতেও পারে বন্ধুত্ব নামক সম্পর্কের সাবলীল সেতু বন্ধন।

রাশেদ হাসান, প্রযত্নে : চপল ভাই
৪৩০, কবি জসীম উদ্দীন হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

সেই মেয়েটিকে...

সুমনা। হ্যাঁ, আপনাকে আমার সুমনা ভাবতেই ভালো লাগবে। কারণ আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সুমনারাই এতোটা সাহসী হয়। স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ পর্যায়ে এখন আমি। তবে সুমনার দেখা জীবনে এই প্রথম। আপনাকে আমি প্রথম দেখি লাহারহাট ফেরিঘাটে ফেরিতে। যেহেতু আপনার চোখ ছাড়া বাকি সব বোরকায় ঢাকা ছিলো, আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি আদৌ। তাছাড়া আমি আমার পাশের বাচ্চাটিকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। প্রথমে আপনি আমার দৃষ্টিতে আসেন তখন, যখন আমার ব্যাগটিতে ধাক্কা দিয়েছিলেন। আমি ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম। যদিও জানতাম ব্যাপারটা আপনার অনিচ্ছায় ঘটা সম্ভব নয়। তারপরে ভেদুরিয়া ফেরিঘাটে নেমে ভোলাগামী বাসে আবার আমরা একত্রিত হলাম। তখন অবশ্য আপনি আমার পর্যবেক্ষণে ছিলেন। কিন্তু আপনি ব্যাপারটা মোটেও বুঝতে পারেননি। তাই হয়তো জেলা স্কুলের মোড়ে নেমে যাবার সময় এরকম ভয়ঙ্কর সাহসী কাজটা করেছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি এতোটাই অবাক হয়েছিলাম যে, আপনি যে নেমে যাচ্ছেন আমি তা খেয়ালই করিনি। তবে আপনি যে শুধু সাহসীই নন, স্মার্টও বটে, তা আপনার সাবলীল হেঁটে যাওয়া দেখেই বুঝতে পারলাম। আর এজন্যই আপনাকে আমি বন্ধুত্বের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি আমার বন্ধু হতে পারেন। আমিও ভোলার ছেলে। যখন আমার বয়স বারো বা তেরো তখন থেকেই আমি ভোলার বাইরে থাকছি পড়ালেখার জন্য। তাই কখনো ঠিক সেভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি ভোলা জেলাকে। আপনি আমার বন্ধু হোন, তখন আপনাকে নিয়েই নিজের জেলাকে ভালোভাবে দেখার আশা থাকবে।

জেএমএইচ ২৫২/বি, এম. এইচ হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

বন্ধুত্ব মানে...

এই যান্ত্রিক যুগে এই ব্যস্ত সময়ে চলতে চলতে পেরিয়ে গেল কুড়িটি বছর। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এই মনকে সতেজ করতে চাই কিছু মার্জিত রুচির বন্ধু যাকে বলা যাবে সকল কথা, লেখা যাবে হৃদয় থেকে। শুনেছি বন্ধুত্ব মানে মরুভূমির বুকে হঠাৎ বয়ে যাওয়া একটি শীতল বাতাস।

হাসান, বক্স নং : ২৭২, সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

একের ভেতর তিন

আমি একন একজন পুরুষের প্রত্যাশা নিয়ে চিরকূটে লিখছি যে পুরুষটি হবে আমার বন্ধু, আমার প্রেমিক এবং আমার স্বামী। মানে একের ভেতর তিন সত্বাকে আমি একটি মানুষের মাঝে চাই। শুধুমাত্র ডাক্তার অথবা মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ছেলেদের লেখার আমন্ত্রণ রইলো।

রূপা, প্রযত্নে : আবদুল্লাহ
৭ নং সি. কে. ঘোষ রোড
আইডিয়াল প্রোঃ লিঃ, ময়মনসিংহ

চাইছি তোমার বন্ধুত্ব

নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। নিঃসঙ্গতা দূর করতে ভাই বন্ধুত্ব কেউ আছে কি, যদি থাকে তাহলে যোগাযোগ করো, আমি সব সময় প্রস্তুত বন্ধুত্বের জন্য। আমি চাই শুধু বন্ধুত্ব তাহলে দেরী না করে চিঠি দাও।

মোঃ এনামুল হাসান
১৭ এভারগ্রীন, ঝেরমেরী পাড়া, সিলেট

কোথায় পাব তারে

কলেজ পেরিয়ে ভার্সিটিতে অনেক দিন হয়ে গেল কিন্তু এখনো সেভাবে কারো দেখা পেলাম না, যে আমাকে খুব ভাববে আর আমার ভাবনাও হবে সে-ই। কবে দেখা পাব তার? ওয়ান টাইম জীবনের সোনালি অনেক সময় অতীত হয়ে অনন্তকালে হারিয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। অসংখ্য, অগণিত হাজার মনের কাছে নয়, শুধু একজন মুক্ত, সুন্দর সংকীর্ণতামুক্ত উদার মনের অধিকারিণীর কাছে পত্রিকার মাধ্যমে হলেও স্বাগতম। যে এ লেখার মূল্য দেবে শুধু তার কাছে এ লেখা। আমার মন বলে কেউ অবশ্যই আছে, যার জন্য এত অপেক্ষা...

অপেক্ষার কবে শেষ হবে ? প্রত্যাশিত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে কে বলবে এসে তোমার আর ভাবতে হবে না, তোমার ভাবনার সেই আমি...।

অচেনা, প্রযত্নে : মোঃ আজিজুল হক
(আজিজ), পোস্টম্যান, বক্স ৪
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
সাব পোস্ট অফিস ময়মনসিংহ